বাজেট ২০১৭-১৮

প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ

জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ প্রেক্ষিত

আগামী অর্থবছর ২০১৮-১৯-এর বাজেট হবে নির্বাচনী বাজেট এবং বর্তমান অর্থবছর ২০১৭-১৮-এর বাজেটকে বলা হচ্ছে প্রাক-নির্বাচনী এবং অর্থমন্ত্রীর এই মেয়াদের সর্বশেষ বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট। নির্বাচনী বাজেটে রাজস্ব আয় কম হয় তাই বর্তমান অর্থবছরে বেশি আয় বেশি ব্যয়ের বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনী বাজেটে এডিপি বাস্তবায়ন কম হয় তাই প্রাক-নির্বাচনী বাজেটে এডিপিতে বরাদ্দ বেশি রাখার পাশাপাশি এডিপি বাস্তবায়নের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বর্তমান অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ব্যয় অনেক বেশি রাখা হয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার বেশি দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী বাজেট প্রবৃদ্ধির হারের উপর কিছুটা প্রভাব ফেলে যদিও বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধির হার ৭ অতিক্রম করে ৮ -এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে।

প্রতিবছর গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আয় সে তুলনায় বাড়ছে না। তাই আয় বৈষম্য এখনও একটি উদ্বেগের বিষয় এবং বরাবরের মত বর্তমান অর্থবছরের জাতীয় বাজেটও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তকে বাড়তি চাপের মধ্যে ফেলবে।

রাজস্ব আয়

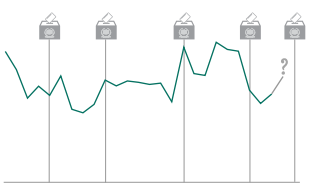

উন্নয়ন ব্যয়

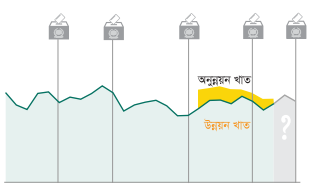

প্রবৃদ্ধির হার

আয়ের বিন্যাস

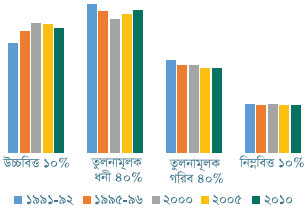

বাজেটের বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক কয়েকটি উদ্যোগ

কৃষি খাত

- কৃষি উপকরণের উপর শূন্য শুল্ক ব্যবস্থা।
- চাল আমদানিতে উচ্চ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে।
- দেশজ ফসল থেকে (গম, ভুট্টা, গোল আলু) উৎপাদিত শর্করা আমদানিতে উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থা।

সামাজিক নিরাপত্তা খাত

- বেশ কিছু ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ক্ষেত্র বিশেষে খাদ্য ও নগদ সহায়তা প্রদান।
- হাওড় এলাকায় মাসিক হারে প্রায় ৫৭ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব।
- প্রশংসনীয় আওতা বৃদ্ধি।

শিক্ষা খাত

- ২৬,১৯৩ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৩,৩৩১ মালটিমিডিয়া স্থাপন।
- ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন।
- প্রত্যেক উপজেলায় একটি কারিগরি স্কুল স্থাপন।

স্বাস্থ্য খাত

- সংশোধিত বাজেট থেকে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে ৩৯%।
- স্বাস্থ্যখাতে প্রকল্প মোট এডিপির ৬.২% (সংশোধিত ৪.৪%)।
- মাথাপিছু বরাদ্দ প্রান্তিক বেড়েছে - ৫৬১ টাকা থেকে ৬১৭ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত-

সামষ্টিক অর্থ

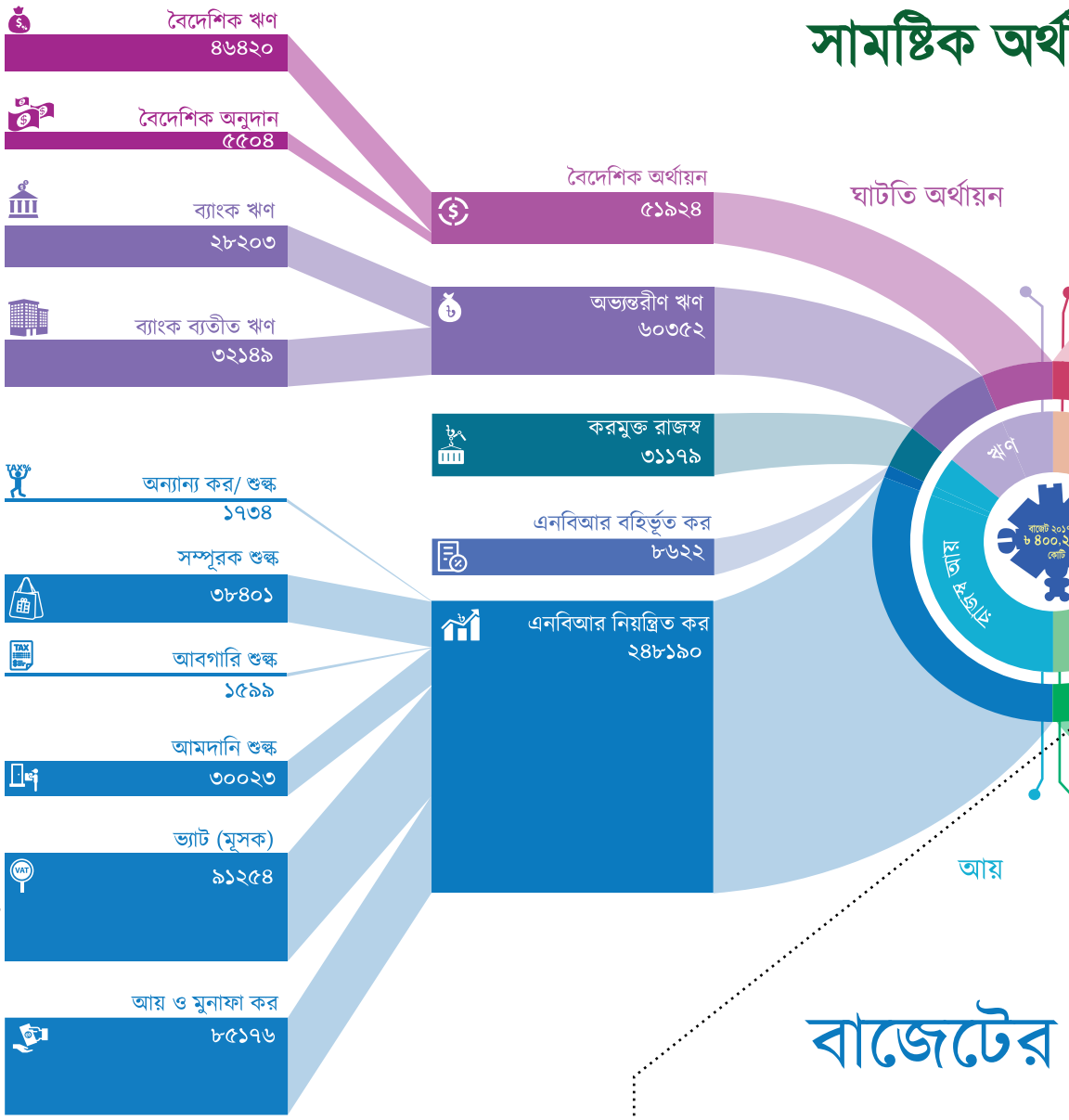

বাজেটের

১ মধ্যবিত্ত -নির্ভর

মধ্যবিত্তের আয়-ব্যয় এবং নিম্নবিত্তের ব্যয়ের উপর ধার্য করা করের উপর জাতীয় বাজেট আয় অনেকাংশে নির্ভরশীল।

আয়করের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয় সীমা এখনও অনেক কম, এবং তা অপরিবর্তিত রাখায় বেতনভুক্ত মধ্যবিত্ত যারা উৎসে কর প্রদান করে মুদ্রাস্ফীতির হারের কারণে তাদের প্রকৃত আয় কমে যাবে ।

নব্বই দশকে দেশের গরিব ৫০% মানুষ আরো গরিব হয়েছে, কিন্তু গত দশকে তাদের আয় একইরকম ছিল। বাজেটের নির্ভরতা পরোক্ষ-করের উপর থেকে না কমালে আবারও নিম্ন ও মধ্যবিত্তের আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে।

২ প্রাক-নির্বাচনী

প্রাক-নির্বাচনী বাজেট বিবেচনায় গত অর্থবছরের তুলনায় প্রাক্কলন আয় ৩১.৮% ও ব্যয় ২৬.২% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রাক-নির্বাচনী বাজেট ব্যয় হিসেবে ভৌত অবকাঠামোতে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার পেয়েছে কিন্তু তুলনামূলক অগ্রাধিকার বিবেচনায় বিভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো খাত যেমন শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদিতে বরাদ্দ কমেছে।

প্রাক-নির্বাচনী ব্যয় বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি ও খাদ্যবহির্ভূত খাতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, যা চলমান খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতির সাথে মিলে বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

-নির্ভর বাজেট

নৈতিক বিশ্লেষণ

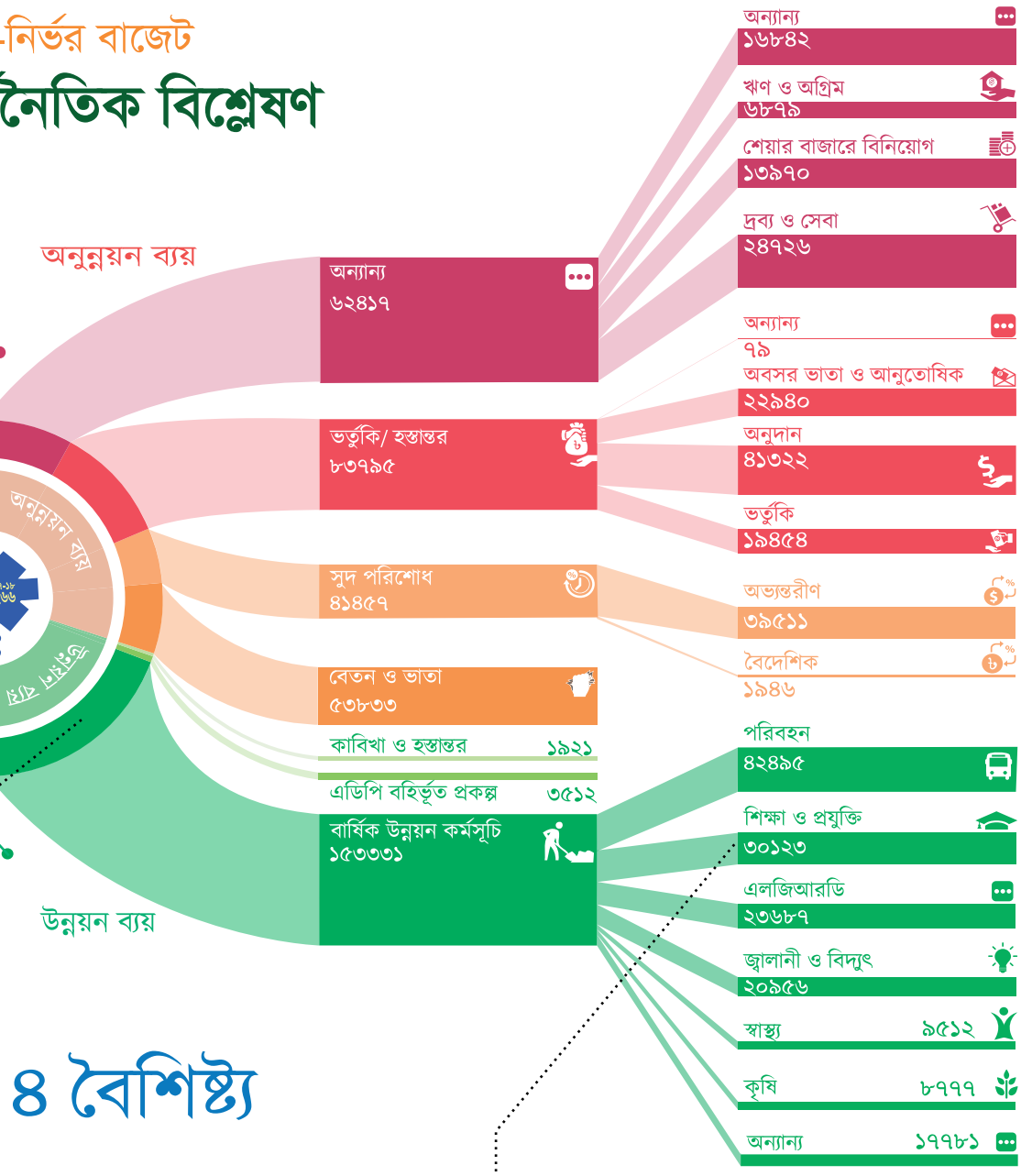

৪ বৈশিষ্ট্য

৩ শিক্ষায় আপস

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে শিক্ষা খাতের বরাদ্দে আপস করতে হয়েছে।

জিডিপি-র হারকে যদি সামর্থ্য বিবেচনা করা হয় তাহলে গত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে ১৮,৩১৮ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল। খাতওয়ারি বণ্টনকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় গতবছরের তুলনায় শিক্ষা খাতে ১২,৪৩২ কোটি টাকা এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় ৬,৭৮৭ কোটি টাকা কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা খাতের গতানুগতিক প্রকল্পের সাথে নতুন কর্মসংস্থানের সংযোগ না থাকায় শিক্ষিত বেকারের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪ প্রত্যাশা ও প্রবৃদ্ধিমুখী

উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার (৩৭.১%) অনুন্নয়ন বাজেট (২১.৩%)-এর চেয়ে বেশি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপির ৮.৭% যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১.৪% বেশি এবং অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬-এর গড় মানের তুলনায় ২.৭% বেশি।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার ৭.৪% প্রাক্কলন করে প্রবৃদ্ধিমুখী বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং "প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান"-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে বিগত বছরগুলিতে ৬%-এর উপর প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেনি যা প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতন এখানেও "কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি" বিতর্কের জন্ম দেয়।

বাজেট জরিপ

বাজেট প্রণয়ন হওয়া উচিত নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সহ সকলের চাহিদার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে বাজেট প্রণয়ন একটু গতানুগতিক। জাতীয় বাজেট সম্পর্কে জনগণের ধারণা এবং বিভিন্ন খাতে তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানার জন্য ব্র্যাক এবং আইআইডি যৌথ উদ্যোগে চলতি বছর (২০১৭) মে মাসে, বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় ৫১২৫ জন উত্তরদাতার উপর একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। এ জরিপ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

উত্তরদাতাদের বাজেট সম্পর্কিত মতামত :

যেসব উত্তরদাতা বাজেট সম্পর্কে অবগত তাঁদের অধিকাংশই বলেছেন প্রতি বছর নতুন জাতীয় বাজেটের পর জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় ।

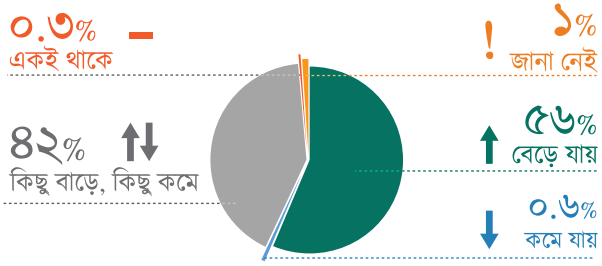

ব্র্যাক-আইআইডি বাজেট জরিপে বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫ খাত :

উত্তরদাতাদের জনতাত্ত্বিক তথ্য :

লিঙ্গের বিন্যাস :

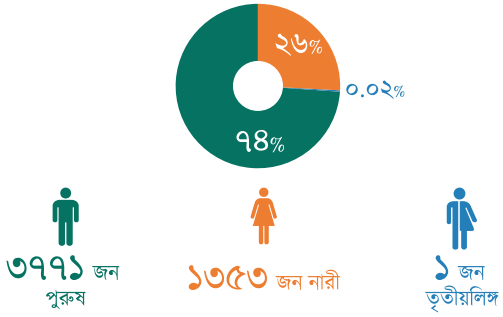

বয়সের বিন্যাস :

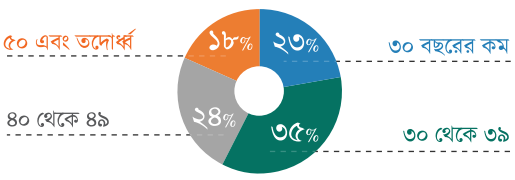

উত্তরদাতার পেশা :

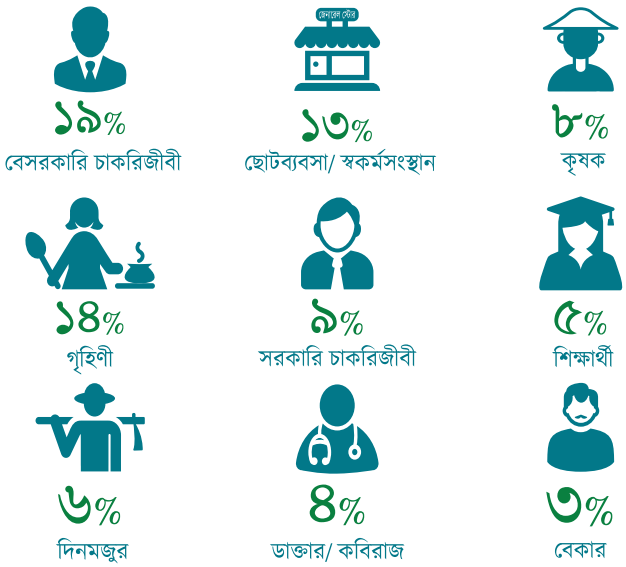

খাতওয়ারি বিশ্লেষণ

প্রবৃদ্ধি বনাম উন্নয়নের মহাসড়ক

কৃষি

১. বাংলাদেশে কৃষিতে যে বিবর্তন চলছে সে অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ আরো বেশি হওয়া জরুরি।

২. বাণিজ্যিক কৃষিতে যেমন ভ্যালুচেইন সৃষ্টিতে, কৃষিজ উৎপাদনের গুদামজাত ধারণ ক্ষমতা উন্নয়নে বরাদ্দ আরো বেশি হওয়া প্রয়োজন।

৩. কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের জন্য কৃষিজাত মূল্য কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

৪. মাথাপিছু চালের চাহিদা বাংলাদেশে কমছে এবং ফল, ডিম-দুধ, মাংস ইত্যাদি পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। তাই চাল-নির্ভর প্রণোদনা ছাড়া অন্যান্য খাদ্যেও প্রণোদনা দরকার।

৫. চাল-বহির্ভূত ফসলের গবেষণার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৬. হাওড় অঞ্চলের জন্য যুৎসই ধান বীজ উদ্ভাবনে ও প্রযুক্তি প্রসারণে অর্থবরাদ্দ জরুরি।

ব্র্যাক-আইআইডি বাজেট জরিপে কৃষি বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত (উত্তরদাতার %) :

১. স্বল্পমূল্যে উপকরণ প্রদান (৬২%)
২. স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা (১৮%)
৩. ফসল বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা (৮%)
৪. বন্যা থেকে ফসল/ মাছ রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ (৪%)
৫. ফসল সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর/ কোল্ড স্টোরেজ তৈরি (৪%)
৬. সেচ সুবিধা (২%)

সামাজিক নিরাপত্তা

১. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ত্রাণ কর্মসূচিগুলোর তুলনায় শিক্ষা কর্মসূচিগুলোকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করতে হবে।

২. সিস্টেম লস কমানোর জন্য ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পাওয়ার জন্য সঠিক উপকারভোগী নিশ্চিত করার জন্য যেসব বেসরকারি সংস্থা অথবা এনজিও কাজ করছে তাদের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

৪. শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগণ অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও শহরগুলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আওতার বাইরে। এসব কর্মসূচি শহরাঞ্চলে চালু করা প্রয়োজন।

৫. দীর্ঘমেয়াদি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে (যেমন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প) আরো বেশি কার্যকর করার উপর দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

ব্র্যাক-আইআইডি বাজেট জরিপে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত (উত্তরদাতার %) :

১. বয়স্ক ভাতা (২৯%)
২. নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের সহায়তা (১২%)
৩. আশ্রয়হীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা (১২%)
৪. আইনগত সহায়তা (১০%)
৫. প্রতিবন্ধী ভাতা (১০%)

স্বাস্থ্য

১. জিডিপির অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি অর্থের সুষম বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে দক্ষ তদারকি (মনিটরিং) ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব আরো দৃঢ় করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্যসেবায় সরকার-এনজিও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা উচিত।

৫. পুষ্টি উন্নয়নে আলাদা বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৬. দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন কিডনির রোগ, ক্যান্সার এসব রোগের চিকিৎসা সহায়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মতো কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন।

৭. সকলকে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনা জরুরি।

ব্র্যাক-আইআইডি বাজেট জরিপে স্বাস্থ্য বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত (উত্তরদাতার %) :

১. কম খরচে চিকিৎসা ব্যবস্থা (৪৪%)
২. ডাক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি (১৮%)
৩. নতুন হাসপাতাল নির্মাণ (১৭%)
৪. দুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (৬%)
৫. মায়েদের চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি (৬%)
৬. শিশুর চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি (৫%)

শিক্ষা

১. শিক্ষায় বাজেট ব্যয় কমপক্ষে প্রবৃদ্ধির ৪ শতাংশ করা উচিত এবং ক্রমান্বয়ে ৬ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন।

২. পরিবর্তনশীল সময় ও অর্থনীতির চাহিদা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণে মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩. কর্মসংস্থান-ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরি।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে গুণগত মান অর্জনে ব্র্যাক মডেল গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. শিক্ষার গবেষণা ও মানোন্নয়নে সরকার-এনজিও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬. শিক্ষায় বাজেটের ক্ষেত্রে এর অভ্যন্তরীণ উপখাতগুলোতে বরাদ্দের বিন্যাসটাও অনেক জরুরি।

ব্র্যাক-আইআইডি বাজেট জরিপে শিক্ষা বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত (উত্তরদাতার %) :

১. শিক্ষক শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান (২৪%)

২. শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, ভাতা, ইত্যাদি প্রদান (২২%)

৩. নতুন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা স্থাপন (২১%)

৪. বই ও অন্যান্য উপকরণ (১৫%)

৫. মেয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, ভাতা ইত্যাদি প্রদান (৬%)

৬. শিক্ষক শিক্ষিকার বেতন-ভাতা ও সুবিধা (৫%)

লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে জাতীয় বাজেট

১. জেন্ডার বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হলো নারী-পুরুষের বৈষম্যদূরীকরণে সহায়তা করা। তাই জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর মূল উদ্দেশ্যর উপর দৃষ্টিপাত অত্যন্ত জরুরি।

২. জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয় পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন।

৩. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের সময় নারী কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

৪. নারীর উপর নির্যাতন ও সহিংসতা রোধ করার জন্যও জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দের প্রয়োজন ।

সার্বিক সুপারিশ

১. ভ্যাট আইন প্রবর্তন অভিনন্দনযোগ্য তবে ভ্যাটের হার ১৫% থেকে হ্রাস করা দরকার। ভ্যাট হার ও ভ্যাট নেটে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বিশেষ ছাড় ও প্রণোদনা প্রদান জরুরি।

২. সর্বনিম্ন করমুক্ত আয়সীমাকে মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।

৩. প্রাক-নির্বাচনী ব্যয়ের অস্বচ্ছতা যেন বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি ও খাদ্যবহির্ভূত খাতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি না করে সেজন্য অর্থব্যয়ে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রশংসনীয় তবে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও বাজার চাহিদার সম্পৃক্ততার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তা ও এনজিওর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ।

৫. বড় অবকাঠামো প্রকল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, যা নিরসনে প্রকল্প ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৬. ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের উপর আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা উচিত।

৭. ব্যাংক পুনঃপুঁজিকরণ ও অর্থপাচার বন্ধের উদ্যোগ নিয়ে সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮. সামাজিক অবকাঠামো খাতের বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে ভারসাম্য আনতে হবে।

৯. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এবং সামাজিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে পাবলিক -এনজিও পার্টনারশিপ করা যেতে পারে।

১০. ভৌত অবকাঠামো খাতে পিপিপি কার্যক্রম ও বরাদ্দের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা প্রয়োজন ।

১১. সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণোদনা পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।

১২. প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় প্রয়োজন।

brac IID